ভূমিকা।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে আমি ঘনরাম কবিরত্নের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করি, কিন্তু নানা প্রকার অসুবিধার জন্য আর ছাপাইতে পারি নাই। অদ্য কয়েক দিন হইল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব আর্য্য-প্রতিভা সম্পাদক শ্রীমান কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ঘনরামের অমুদ্রিত অংশ ও জীবনী প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন; তাঁহা-রই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ঘনরামের জীবনী ও অমুদ্রিত সত্যনারায়ণ ইতিহাস প্রকাশ করিলাম।

ঘনরামের প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রমুখাৎ জীবনী সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাই প্রকটিত হইল। তিনিও ইহার জন্ম বা মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। ইহার বেশী জানি-বারও অ্যাপাততঃ কোন সদুপায় পাইলাম না। অগত্যা ইহাতেই সন্তোষ লাভ করিতে হইল।

১২ জ্যৈষ্ঠ
১২৯২ সাল।
বর্দ্ধমান।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মহাকবি ঘনরাম কবিরত্নের জীবনী।

ঘনরাম কৃষ্ণপুর নিবাসী গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সন্তান; ইহার মাতার নাম সীতা। ইনি গোপব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ এই চারি পুত্র। ইনি অতিশয় রামভক্ত ছিলেন বলিয়া পুত্রদিগের রামনাম যুক্ত নামকরণ করেন; রঘুবীর নামে দেবতা আজও ইহার বাটীতে পুজিত হন। ঘনরামের বংশধরগণ আজীবন আপনাদের যজমান গোপদিগের সহিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর আর কাহাকেও গান করিতে শুনা যায় না। এখন কৃষি ও যাজনিক কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

ঘনরাম কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে তিনি শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের এক স্থলে লিখিয়াছেন।

সঙ্গীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যেইকালে হৈল সমাপণ॥
শকে লিখ রাম গুণ রস সুধাকর।

তাহা হইলে ১৬৩৩ শকাব্দায় গ্রন্থখানি শেষ করেন। সে সময় ও তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৫০।৫৫ বৎসর হইয়াছিল তখন তাঁহার চারি পুত্রই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাদিগকে তিনি গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবিতাদ্বারা আশীর্ব্বাদও করিয়াছেন;

পরে রাম পূর্ব্বে রাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে আনন্দ॥

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র সে সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক; ঘনরাম তাঁহার শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত; এই সকল দেখিয়া নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি ১৬৫৬।৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; এবং তাঁহার জন্মের

কিছুদিন পরেই সম্রাট আরেঙ্গজিব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ও মহারাষ্ট্র সেনাপতি শিবজী হিন্দুরাজত্ব পুনঃ সংস্থাপন জন্য ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত।

ঘনরাম বাপ মার বড় আদরের ছেলে ছিলেন ; সেই জন্য তাঁহার বাপ মা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে দেন ; পাছে দূরে রাখিলে সর্ব্বদা দেখিতে না পান এই ভয়ে রায়নার সন্নিকট রামঘাটী গ্রামে রূপরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে দেন ; কিন্তু নিজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু অতি অল্প দিনে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রূপরাম তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া কাব্য শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন ঘনরাম তাহাতেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; তাঁহার শিক্ষাগুরু সন্তুষ্ট হইয়া ও কাব্যে অনুরাগ দেখিয়া কবিরত্ন উপাধি দান করেন। তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত সে সময় বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে কাজ করিতেন ; রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের অধ্যাপনার নিমিত্ত জনৈক সদ্বিদ্বানের প্রয়োজন হওয়াতে গৌরীকান্ত ঘনরামকে আনাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য বৃদ্ধ রাজাকে অনুরোধ করেন। ঘনরাম এই সময় পরীক্ষার্থী হইয়া সত্যনারায়ণের কথা লিখিয়া ছিলেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঘনরাম সেই দিন হইতে বৃদ্ধ রাজা ও রাজপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগভাজন হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর বর্দ্ধমান রাজসিংহাসনে কীর্ত্তিচন্দ্র আরোহণ করেন ; রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র তখন সেই প্রথম যৌবনপদে অভিষিক্ত হইতেছেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সূর্য্য চন্দ্রবংশোদ্ভব মহাত্মাদিগের যশোগান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং মনে মনে সর্ব্বদা তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতেন।

একদিন ঘনরাম রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেছেন ও কীর্ত্তিচন্দ্র অনন্যমনে তাহাই শুনিতেছেন। যখন কীর্ত্তিচন্দ্র শুনিলেন যে রাজপুত মহিলাগণ নিজ নিজ পতিদিগকে স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়া হাস্যমুখে যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিতেছেন, আপনাদের গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া যুদ্ধের ব্যয়

নির্ব্বাহার্থে মণিকারের নিকট বিক্রয় করিতেছেন আবশ্যক মতে শরীর শোভাকারী সুন্দর কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন ; এবং রাজপুত বীরগণ অকুতোভয়ে, শরীরে বিন্দু মাত্র রক্ত থাকিতে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতেছেন না ; তৃষ্ণার আকুলতা ক্ষুধার প্রাখর্য্য, ক্ষত বিক্ষতাদির আতিশয্য, সূর্য্যরশ্মির ঘোর তীক্ষ্ণতা, রাত্রির অন্ধকারময়তা কোন দিকেই দৃক্‌পাত নাই, শুদ্ধ দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য গৌরবের জন্য লালায়িত ; আবার যখন ভাবিতে লাগিলেন সেই বংশোদ্ভব হিন্দু কন্যাগণের অমূল্য সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিবার নিমিত্ত যবনগণ সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত। কোথাও বা হিন্দুদের দেবতাগণের মন্দির ভগ্ন করিতেছে, কোথাও বা হিন্দু দেবতাগণের নিকট হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত গো বলিদান করিতেছে, কোথাও বা যবন সৈন্য সমভিব্যাহারে হিন্দুদিগের তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসী ও যাত্রীদিগকে সমাধি অবস্থাতেই বিনাশ করিতেছে, কোথাও বা অসংখ্য গৃহ অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিতেছে, কোথাও বা হিন্দুদিগের বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই তরবারির দ্বারা বিতাড়িত করিতেছে, কোথাও বা হিন্দু দেবালয় সকল শিশু, স্ত্রী, গো, প্রভৃতির রক্তে প্লাবিত করিতেছে, কোথাও বা অসংখ্য যবন সমবেত হইয়া কি প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধ্বংস হয় তাহারই মন্ত্রণা করিতেছে, তখনি তিনি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া কিরূপে হিন্দু-দিগের মনে জাতীয় জীবন সঞ্চারিত হয়, কিরূপে হিন্দুধর্ম্মপতাকা পুন-রায় উড্ডীন হয়, কিরূপে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা বিনষ্ট হইয়া দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহাই তিনি অনন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সমাজের যেরূপ অধোগতি হই-য়াছে, প্রজাবর্গ ধর্ম্মনষ্টে যেরূপ হতাশ্বাস হইয়াছে এসময় জাতীয় ও ধর্ম্মগীতি ভিন্ন পুনর্ব্বার সতেজ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। তিনি পণ্ডিত বর্গকে আহ্বান করিয়া তৎকালোপযোগী গীত রচনা দ্বারা ধর্ম্মের শৈথিল্য নাশ ও সমাজের উন্নতি করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

রূপরাম ও ঘনরাম গুরু শিষ্যে হাকন্দপুরাণ কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে শুনান। রাজা রূপরামের শব্দালঙ্কারের ছটায় ও ঘনরামের শব্দবিন্যাসলালিত্যে মোহিত হইয়া উভয়কেই যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান পুরঃসর উভয়েরই সম্মান বৃদ্ধি করেন ও অনেক জমি নিস্কর করিয়া দেন। রাজা পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে স্থানে স্থানে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিজন্য ধর্ম্মশালা স্থাপন করতঃ উক্ত সঙ্গীত গীত হইবার জন্য কতকগুলি সঙ্গীত সম্প্রদায় নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ সঙ্গীত গুলিতে ঘনরাম পুত্র রামকৃষ্ণ ধুয়া রচনা করিয়া দিয়া আরও মনোমুগ্ধকর করেন। সঙ্গীতের মনোমোহনকারী গুণের জন্য পতিত ও নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় জীবন্তভাব প্রাপ্ত হয়।

সমাজের যেরূপ কঙ্কালসার অবস্থা হইয়াছিল, প্রজাবর্গ যেরূপ যবনদিগের দৌরাত্ম্যে আপনাদিগের স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ দোলায়মানাবস্থায় পতিত হইয়াছিল; যদি কীর্ত্তিচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মভীরু কোন হিন্দুরাজা সে সময় জীবিত না থাকিতেন; যদি তিনি স্থানে স্থানে হিন্দুধর্ম্মোদ্দীপক গানদ্বারা সাধারণকে ধর্ম্মের জন্য উত্তেজিত না করিতেন, যদি ঘনরাম ও রূপরামের ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কোন কবি সে সময় তৎকালোপযোগী জীবন সঞ্চারক জাতীয় ধর্ম্মগান রচনাদ্বারা দেশ মাতাইতে না পারিতেন; তাহা হইলে আজ হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইত। সেই জন্যই আমরা বলি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র, রূপরাম ও ঘনরাম সমাজের সময়োপযোগী রাজা ও কবি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুজাতি ইহাদিগের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।

যদিও ঘনরামের সে সময় বার্দ্ধক্য অবস্থা ও রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সেই প্রথম যৌবনাবস্থা তথাচ বৃদ্ধের সহিত যুবার কেমন আশ্চর্য্য মিলন। উভয়েই কেমন আশ্চর্য্য তেজের সহিত হিন্দুধর্ম্মোদ্ধার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এবম্প্রকার সুখমিলন অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

প্রকাশক।
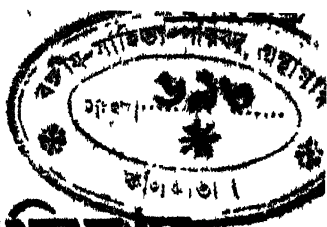
সত্যনারায়ণ ইতিহাস

নমঃ সত্যনারায়ণায়।

অবনত হয়ে তনু গণপতি-পদরেণু
বন্দ বিঘ্ন-বিনাশ-কারণ।
সুরাসুর নর নাগে তপ জপ পূজা আগে
আগে যারে করয়ে স্মরণ ॥
তবে বন্দ সদানন্দ শ্রীগুরু চরণ দ্বন্দ্ব
অজ্ঞান-তিমির-অন্ধনাশা।
সংসার সাগর সেতু রৌরব নিস্তার হেতু
কুমতিহ সুমতি প্রকাশা ॥
যাঁহার দয়ায় দিব্য জ্ঞান গতি চিত্তকাব্য
সুলভ সেবিত পদ সেবি।
অশেষ পাতক নাশে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি আশে
বন্দিব যতেক দেবা দেবী ॥
কৃতাঞ্জলি করি কর বন্দ প্রভু হরিহর
চরণ-সরোজ সুখধাম।
দ্বিজ-রাজ, দিবাকর দিকপতি, দ্বিজবর
পাদ পদ্মে পরার্দ্ধ প্রণাম ॥

সাবিত্রী সাগরকন্যা নগেন্দ্র নন্দিনী ধন্যা
বন্দ সুরধনী লোকতারা।
তবে বন্দ দেবী গঙ্গা করিবর দর্প ভাঙ্গা
ত্রিলোক-তারিণী তিন ধারা॥
ব্যাস আদি মুনি যত সবারে হইয়ে নত
বন্দিব বাল্মীকি মুনিবর।
হিমালয় আদি নগ গরুড় প্রভৃতি খগ
বন্দ নদ নদী চরাচর॥
শুভিয়া শুভিব পদ সুবিশদ কোকনদ
সত্য নারায়ণ ইতিহাস।
কহিব সবার আগে কল্পতরু কলি যুগে
পৃথিবীতে যেমন প্রকাশ॥
শুনিলে প্রসন্ন চিত্ত বাড়ে বল বুদ্ধি বিত্ত
প্রজ্ঞাবৃদ্ধি পুরে মনস্কাম।
যে করয়ে অবিশ্বাস ধনে বংশে হয় নাশ
বিরচিল দ্বিজ ঘনরাম॥

এক চিত্ত হয়ে নিত্য বন্দ সত্য দেবে।
জগন্ময় মহাশয় সবে যাঁরে সেবে॥
এবে যাঁর অবতার আকার ফকির।
মনস্কাম সিদ্ধিধাম নাম সত্যপীর॥

শুন সর্ব্বজনা পূর্ব্ব প্রভুর প্রকাশ।
শুনিলে খণ্ডয়ে পাপ যায় যম ত্রাস॥
মুসলমান রহিমান রাম ভজে হিন্দু।
ব্রহ্মজ্ঞানে বুঝে ধ্যানে এক কৃপাসিন্ধু॥
এক ধর্ম্ম জাতি ব্রহ্ম কর্ম্ম পথ ভিন্ন।
পরিণাম সেই রামে সবে হবে লীন॥
এই তত্ত্ব সুমহত্ত্ব জানি ব্রহ্ম জ্ঞানী।
জানিয়া না মানে লোক দুঃখ পায় প্রাণী॥
পরস্পরে ভেদ করে ভক্তি হীন হয়ে।
সৃষ্টি নাশে কেবা ভাসে নাই বুঝে রয়ে॥
কর্ম্ম বিনা ভক্তি হীন পায় মহা খেদ।
সেই ব্যক্তি জানে ভক্তি যে জানে অভেদ।
কিন্তু কর্ম্ম যোগে ধর্ম্ম ব্রহ্ম সম্ভাবনা।
ধর্ম্ম কর্ম্ম চারিপথ গৃহস্থ যে জনা॥
তায় কত যুগ মত ইত ধর্ম্মাচারে।
বিহিত বিহীন চিত অহিত সঞ্চারে॥
কলিকালে কর্ম্ম ফলে লোক দুঃখ পায়।
মনে চিন্তি প্রভু শান্তি সৃজিলা উপায়॥
লোক রক্ষা হেতু ভিক্ষা মাগিবার বেশে।
জগন্ময় মহাশয় ধরণী প্রকাশে॥
পৃথিবীতে প্রকাশিতে প্রতাপ প্রচুর।
সত্যপীর সুফকির আপনি ঠাকুর॥

ভক্তি-যুক্ত হইয়া শুনহ সর্ব্ব জনা।
যাবে দুঃখ পাপে সুখ ঘুচিবে যন্ত্রণা ॥
সুসংগীত বিরচিত দ্বিজ ঘনরাম।
প্রভু পূর্ণ কর তূর্ণ মনোভাষ্ট কাম ॥

শ্রুতি পথে জ্ঞান গম্য কহিব সে কথা।
শুনিলে সন্তাপসিন্ধু তরিবে সর্ব্বথা ॥
হিন্দুতে যবনে পূজা করিতে প্রচার।
স্মরণ পঞ্জর সত্য দেব অবতার ॥
পরম পুরুষ প্রভু প্রসন্ন হৃদয়।
করিলে একান্ত ভক্তি পূরেন আশয় ॥
তার সাক্ষী গৌড়দেশে বিষ্ণু শর্ম্মা দ্বিজ।
ভিক্ষায় ভরণ করে পরিবার নিজ ॥
যে দিন ব্রাহ্মণ করে ভিক্ষায় অলস।
পরিবার উপবাস হয় সে দিবস ॥
দারুণ দারিদ্র্য দশা দুঃখ দিনে দিনে।
বামে অঙ্গ হেলিছে উদরে অন্ন বিনে ॥
তৈল বিনা তনু রুচি তপস্বী আকার।
তিন সন্ধ্যা স্বধর্ম্ম সাত্ত্বিক সদাচার ॥
কটিতে কৌপিন তার কত গণ্ডা গিরা।
দিনে দুই সন্ধ্যা অন্ন বহু মূল্য হিরা*।

* বহুমূল্যহিরা—অতি দুর্লভ।

দৈব এক দিন দ্বিজ ভিক্ষাহেতু যায়।
সাক্ষাৎ সদয় সত্য দেব হৈল তায়॥
কনক মুকুট কিবা কলেবর কান্তি।
শান্তিরূপে হরে পাপ তাপ মনোভ্রান্তি॥
দণ্ড মুণ্ড কুণ্ডলে খণ্ডিত খুণ্ডবাস।
চাঁদ মুখে চাঁপদাড়ি মৃদু মৃদু হাস॥
পরিধান রক্তবাস ভক্তচিত্ত চোর।
তরুতলে বসি ছলে গলে ছিন্কা ডোর॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ ছাল ভিক্ষা বাঁধা পৃষ্ঠে।
চরণে জিঞ্জির যজ্ঞ চান কৃপা দৃষ্টে॥
যাবনিক জপমালা আশা দণ্ডধর।
বেশ দেখি বিশেষ বিস্ময় দ্বিজবর॥
যবন ফকির ভাসে করিতে সেলাম।
ঠাকুর বলেন পূর্ণ হবে মনস্কাম॥
দুঃখ দেখি দ্বিজ দয়া করিতে প্রচুর।
জিজ্ঞাসিল কোথা আছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥
গৃহাশ্রমে থাকি কেন এতেক উৎপাত।
ব্রাহ্মণ বলেন সব ঈশ্বরের হাত॥
ভিক্ষা অন্বেষণ বিনা কাল যায় মিছা।
ভিক্ষুকে কতেক দিব দুঃখের পরিচা॥
ফকির বলেন সত্য আমিহ ভিক্ষুক।
কিন্তু আর তোমার দেখিতে নারি দুখ॥

সত্যপীরে সিন্নি মান শুন উপদেশ।
দূরে যাবে দারিদ্র্য যন্ত্রণা দুঃখ ক্লেশ॥
বিপ্র বলে বিষ্ণুপূজা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
কেমনে পূজিব পীর যবনের কর্ম্ম॥
দুঃখে সুখে যাক্ দিন থাকুক স্বধর্ম্ম।
তবে পরকালে পাবি প্রভু পর ব্রহ্ম॥
ব্রহ্মার পরম মূর্ত্তি বিধি বিষ্ণু হর।
রাম রহিমান কেবা দেবী দেবা পর॥
শরীরে যাবত জীব করে অধিষ্ঠান।
তাবৎ বিচার লোকে হিন্দু মুসলমান॥
দেহ ছাড়ি জীব যবে যায় যমদ্বার।
সেখানে কে করে জাতি পাঁতের বিচার॥
কিবা বা যবন হিন্দু ব্রাহ্মণ সকল।
জাতির-গরিমা নাই সবে একতল॥
কর্ম্মফলে অতএব সদসৎ দেহ।
জ্ঞানী বিনা নির্ম্মল না দেখা পায় কেহ॥
দেহের সম্বন্ধ জাতি উত্তম অধম।
সর্ব্ব ঘটে সেই ব্রহ্ম ত্যজ মনোভ্রম॥
পরিণামে পাইবে পরম জ্ঞান গতি।
অভেদ ভজনে বড় দড় চাই মতি॥
ব্রহ্ম জ্ঞানী কথা শুনি ব্রাহ্মণ-বিস্ময়।
ফকির মনুষ্য নহে বুঝিলা নিশ্চয়॥

বিনয় বচনে বিপ্র বলে বিদ্যমান।
কেবা সত্যপীর কিবা করিব পালন॥
কিরূপ আকার মুর্ত্তি কিবা ধ্যান জ্ঞান।
শুনিয়া সদয় সত্য দেব ভগবান।
ফকির বলিল দ্বিজ মন কর স্থির।
কামনার কল্পতরু আমি সত্যপীর॥
বর মাগ বাঞ্ছিত বুঝিয়া বিপ্রবর!
ঘরে গিয়া সিন্নি দিয়া করিহ আদর॥
দুঃখ দশা যাবে তূর্ণ পূর্ণ হবে আশ।
অবশ্য অভীষ্ট সিদ্ধ করহ বিশ্বাস॥
বিপ্র বলে সর্ব্বময় তুমি যে সাহেব।
দেখি দেখা দাও তুমি চতুর্ভুজ দেব॥
মনের বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখিলে সে পূজি।
দ্বিজের অদৈন্যভক্তি প্রভু মনে বুঝি॥
দেখা দিলা শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর।
শ্রীরত্ন কৌস্তুভ শোভে উরসি উপর॥
পীতাম্বর পরিধান খগেশ্বর যানে।
দেখি দ্বিজ মূর্চ্ছিত যে রূপ ভাবে মনে॥
জ্ঞানে ভর করি তার করালে চেতন।
তবে প্রেমে প্রণত প্রসন্ন পেলে মন॥
ব্রাহ্মণ বিবিধ-বেদে বিধান ব্যাকুলি।
করেন অনেক স্তুতি করি কৃতাঞ্জলি॥

তুমি ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু শ্রীপতি সত্যদেব।
যবন আউলে তুমি দেওয়ান সাহেব॥
তুমি সর্ব্ব স্বরূপ অপূর্ব্ব অবতার।
জানিতে যোগ্যতা জন্য নাহিক আমার।
কিবা মোর পুণ্যফলে হলে কৃপাবান।
কহ প্রভু পাদপদ্ম পূজার বিধান।
প্রভু কহে মোর পুজা বড় নহে দায়।
কিবা মনুর্ষ্যের ভক্তি যার যে জুয়ায়॥
আটা গুড় দুগ্ধ কলা গুবাক তাম্বুল।
যথাশক্তি লবে তার ভক্তি মাত্র মূল॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সহিত করি ঘটা।
একত্র করিবে গুড় দুগ্ধ কলা আটা॥
অপর মধুর দ্রব্য মিশ্রিত করিবে।
শক্তিমত ভক্তিযুক্ত দেবে নিবেদিবে॥
অথবা লড্ডুক কলা শর্করা সন্দেশ।
খাজা খণ্ড গুয়াপান প্রমাণ বিশেষ॥
আরাধিবে সত্যদেবে বিচিত্র আসনে।
গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণে॥
সুগন্ধী চন্দন চুয়া করিবে চর্চ্চিত।
আশীয়া প্রার্থনা গাবে মধুর সঙ্গীত॥
যথা শক্তি দান দিয়া তুষিবে ব্রাহ্মণে।
পশ্চাতে প্রসাদ বাটী দিবে জনে জনে॥

বিশেষ বলিনু এই সিন্নি দান বিধি।
যাহাতে দুস্তর তর পার দণ্ড নদী ॥
হিন্দুতে পূজিবে নাম সত্যনারায়ণ।
সত্যপীর নাম মোর পূজিবে যবন ॥
দ্বিজ বলে দান আমি দ্রব্য কোথা পাব।
ঠাকুর বলেন ভিক্ষা ছলে আমি দিব ॥
আজ্ঞা করি আপনি হইলা অন্তর্ধ্যান।
বিস্ময় ভাবিয়া দ্বিজ ভিক্ষা হেতু যান ॥
সত্যদেব উপদেশে প্রবেশে সহর।
আদরে অধিক দ্রব্য পায় দ্বিজবর ॥
আশা সিদ্ধি হলো মনে দুঃখ যাবে দূরে।
সিন্নির সামগ্রী লয়ে এল দ্বিজ পুরে ॥
ব্রাহ্মণী বসিয়া ঘরে হয়ে হৃষ্টচিত।
হেন কালে ব্রাহ্মণ ঠাকুর উপনীত ॥
নানাধনে প্রীতিমনে দেখে প্রাণপতি।
সেবা ভক্তি করে শেষে জিজ্ঞাসে যুবতী ॥
আনন্দিত পুলকিত ভিক্ষাতে প্রচুর।
কোথা পেলে এতধন কহিবে ঠাকুর ॥
আমার অধিক আজি হয়েছে আনন্দ।
হেতু বুঝি দুঃখপারা ঘুচাবে গোবিন্দ ॥
দ্বিজ বলে আগে সত্যপীরে সিন্নি দিব।
গোপনীয় পশ্চাৎ পরম তত্ত্ব কব ॥

ব্রাহ্মণী বিনয়ে বলে ব্রাহ্মণের পায়।
আগে প্রভু প্রাণনাথ কহিবে আমায়॥
তবে দেব যে রূপে ব্রাহ্মণে দেখা দিল।
বিশেষ পূজার কথা নারীকে কহিল॥
শুনিয়া প্রসন্ন চিত্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
সত্যদেবে সিন্নি দিব বন্ধুগণ আনি॥
দূরে গেল ঘোর দুঃখ দারিদ্র্য যন্ত্রণা।
প্রভুর প্রসাদে পূর্ণ মনের বাসনা॥
শক্রনাশ সম্পদ সম্মান সুখালয়।
সত্যদেব সেবায় সকল সিদ্ধ হয়॥
এইরূপে ব্রাহ্মণের দুঃখ গেল দূরে।
নিতি নিতি করে সিন্নি দ্বিজ নিজ পুরে॥
একদিন সেই পথে কাঠুরা সকল।
মাথায় কাষ্ঠের বোঝা তৃষ্ণায় বিকল॥
জলপান হেতু গেল ব্রাহ্মণ আলয়।
পূজা দেখি অনুমানি কাঠুরা বিস্ময়॥
আমরা বেচিতে কাষ্ঠ যেতাম নগরে।
এই বিপ্র ভিক্ষা মাগি ভ্রমে ঘরে ঘরে॥
সহরে সদত দেখা আছে সর্ব্ব কাল।
কোথা হতে হল আজি এত ঠাকুরাল॥
কাণাকাণি কথা দ্বিজ অল্প অল্প শুনি।
কৃপা করি খেতে দিল প্রসাদ সিরিণী॥

সদয় হইয়া পুনঃ দিল উপদেশ।
সত্যদেবে সিন্নি মান দূরে যাবে ক্লেশ॥
ইহার প্রসাদে মোর অন্ন কড়ি টাকা।
নাহি করি চুরি কার নাহি দিই ডাকা॥
কি আর বলিব মোর জান পূর্ব্বাপর।
ভিক্ষা লক্ষ্যে ছিনু ভক্তে ইবে লক্ষেশ্বর॥
শুনিয়া আনন্দে সিন্নি মানে সত্যদেবে।
প্রভু বলে বিশেষ বাসনা সিদ্ধি হবে।
গুরুপদ কোঁকনদ সম্পদাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

তবে সত্যনারায়ণে করিয়া প্রণতি।
কাষ্ঠ লয়ে বাজারে চলিলা শীঘ্র গতি॥
অন্য দিন যত কড়ি কাষ্ঠ বেচি পায়।
সে দিন দ্বিগুণ সত্যদেবের কৃপায়॥
অধিক আনন্দে নিল সিন্নি আয়োজন।
সত্যদেবে সেবি সবে ডাকে বন্ধুগণ॥
সেই দিন সদানন্দ, নামে ডিঙ্গা পতি।
সদাগর সফর হতে আইল তথি॥
সাধু অতি আনন্দিত দেখি সিন্নি দান।
সঙ্গীত শ্রবণে চিত্ত নাহি বাহ্যজ্ঞান॥

সিন্নি সমর্পণে সাধু সুধান সভায়।
করিলে কাহার পূজা কিবা ফল তায়॥
সেবি সত্যনারায়ণ করিয়া প্রণতি।
কাঠুরে কহেন কিবা কহিতে শকতি॥
দুর্গতি খণ্ডাতে যাঁর সেবা করে পদ।
কাষ্ঠ বেচে খেতাম ইবে ঘটেছে সম্পদ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু সত্যদেব নারায়ণ।
পাবে সাক্ষি মান যদি থাকে প্রয়োজন॥
সিন্নি দিয়া সেবিলে সকল সিদ্ধিফল।
শুনিয়া সাধুর চিত্ত হইল নির্ম্মল॥
যুগল করিয়া কর কয় সদানন্দ।
পুত্র কন্যা নাহি মোর গৃহবাস অন্ধ॥
পদরেণ পূজি তবে হৃষ্টচিত্ত হয়ে।
সম্পাদ সহস্র তঙ্কা দিব দ্রব্য লয়ে॥
কন্যা কিবা পুত্র জন্মি বংশ মাত্র রবে।
সবে বলে অবশ্য অভীষ্টসিদ্ধি হবে॥
তবে সত্যনারায়ণে করিয়া প্রণতি।
কত দিনে গেল সাধু আপন বসতি।
প্রভুর প্রার্থনা ফল ফলে শীঘ্র গতি।
সদাগরবনিতা হইল গর্ভবতী॥
দিনে দিনে বাড়ে রূপ বদনের ছবি।
ভ্রমে করে শয়ন সহিতে নারে রবি॥

কুল কাশন্দা করঞ্জা জোন্দাকে যায় সাদ।
পুরুষে আবেশ বাড়ে মদনে উন্মাদ।
সোহাগে সে ধনী সদা সাদ নানা খান।
মিছরি মিঠা মৈষাদধি মজা মর্ত্তমান॥
ক্ষীরখণ্ড ছানা লনী চিনি চাঁপাকলা।
পাঁচপুরু প্রচুর পায়েস পাত খোলা॥
কাছেতে বসিয়া তার কোন কোন সই।
মুখেতে তুলিয়া দেয় খই আর দই॥
দশ মাশে প্রসবিলা দুহিতা পদ্মিনী।
সাধু বলে সত্য সত্যদেবের শিরিনী॥
আনন্দের নাহি ওর সদানন্দ বাসে।
সত্যপীর সুপ্রশস্ত ঘনরাম ভাষে॥

দিনে দিনে বাড়ে বালা শুক্লপক্ষে শশীকলা
সাধু সদা আনন্দে মোহিত।
রিপুগণ চায় ফিরে, সোণার জড়িত হিরে
নানা রত্ন করিলা ভূষিত॥
যতনে রতন মণি করে শঙ্খ হিরা চুনী
কঙ্কণ কিঙ্কিনী কণ্ঠে হার।
ছাওয়ালের কাল শোভা নানারত্ন মুনিলোভা
দশ দিকে খেদে অন্ধকার॥
কালে কালে বাড়ে বেশ, বয়স আকার কেশ
অঙ্গআভা অনঙ্গ আধান।

হেম কান্তি শশী মুখী, খঞ্জন গঞ্জন আঁখি
কটাক্ষে চাতুরী কামবাণ ॥
কামের কামন গুরু রামরম্ভা জিনি উরু
মৃগরাজ জিনি মাঝা ক্ষীণ।
উপনীত অষ্টরস, সদাগর হয়ে হর্ষ
বিভায় চিন্তেন রাত্রি দিন ॥
পুরোহিতে কহে সাধু অকলঙ্ক কুলবধূ
স্বরূপ স্বগুণ ধনবান।
আন সদাগর সুতে, সুকুমার বিধিমতে
হাতে হাতে কন্যা দিব দান ॥
তবে দ্বিজ সবিশেষ ভ্রমিলা অনেক দেশ।
পেলে পাত্র কুল কলানিধি।
গুণে মহাগুণী ধনী কুলের কিঙ্কর মানি
কিরূপে গড়েছে কোন বিধি ॥
নগরে নগরী যত বর দেখি আনন্দিত
ধনী জ্ঞানী দেখি কিছু বলে।
তুমিহ যেমন ধন্যা তেমনি সুন্দরী কন্যা
বরটী তেমনি পুণ্য ফলে ॥
তবে করি শুভক্ষণ হরিষে হরিদ্রা দেন
কন্যাবরে যতেক যুবতী।
অমলা বিমলা কলা রতিবতী সুমঙ্গলা
তারা উমাশশী অরুন্ধতী ॥

ধ্বনি হুলাহুলী ময়   দেয় সবে জয়জয়।
সুমধুর বাজায় বাজনা।
পরিধান পট্টবাস   মুখে মৃদু মৃদু হাস
জ্বল সহে যতেক অঙ্গনা॥
অধিবাস করি কন্যা   পুণ্যবতী সতী ধন্যা
সদাগর করে কন্যা দান।
জামাতা বিষ্ণুর তুল্য   ভাবি রত্ন বহুমূল্য
দক্ষিণা যৌতুক করে দান॥
তবে বরযাত্রীগণে   ব্যবহার নিমন্ত্রণে
ভোজন করান সদাগর।
বিদায় ক'রল সাধু   দিয়া ধন বাক্যমধু
জামাতা রাখিল নিজ ঘর॥
খেলা লীলা রঙ্গ রসে   শ্বশুর জামাতা ভাসে
এই রূপে কত কাল যায়।
জামাতারে কহে সাধু   বচন সরস মধু
চল চিন্তি বাণিজ্য উপায়॥
সত্যপীরে নাহি পূজি   বাণিজ্য সফরে সাজি
সদাগরে বিধি হল বাম।
যখন বিধাতা লাগে   দূর্ব্বাবনে ধরে বাগে
বিরচিল দ্বিজ ঘনরাম॥

সফরে সত্যের তরী সাজে সদাগর।
নৌকায় নায়ক কৈল জামাতা কোঙর॥
শুভক্ষণ করি তরী কৈল আরোহণ।
কর্ণধারে পুরস্কারে দিল নানাধন॥
ত্বরাদিল তরণী তুরিত যায় বেয়ে।
মন্দ মন্দ মলয় মারুত মুখ চেয়ে॥
তরিবরে বাজনা তুলিল তড়বড়ি।
ধাধাঁও দাঁমামা দম্ফ দগড় দগড়ি॥
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ মান্দল যোড়াশীঙ্গা।
তবে বায় শীঘ্র সাধু জলে বায় ডিঙ্গা॥
দিশারু মালক কাটে দেখাইয়া দিশা।
এই পথে বায় তরী সফরের শীশা॥
দিবা নিশি বায় বেগে নাকরে বিশ্রাম।
সফর প্রবেশি সাধু রাখিল বাদাম॥
সফর সত্বর করে বাণিজ্য সন্ধান।
সত্যনারায়ণ দেব হৈল কোপবান।
মোরে শিন্নি মানিলি অপত্য করে আশা।
তায় হৈল কন্যা তোর আপত্তির দশা॥
এতকাল মত্ত বেটা তত্ত্ব নাহি করে।
সাধু বিড়ম্বিতে চুরি দৈবাৎ সফরে॥
লয়ে নৃপতির ধন নায়ে অকস্মাৎ।
রাখিল না জানে সাধু হইল প্রভাত॥

রাজা কোটালেরে কয় কে করিল চুরি।
সকলে সংহারি নৈলে চোর আন ধরি॥
কাতরে কোটাল কহে নত হয়ে শির।
চারি দিনে চোর ধরি করিব হাজির॥
শুনিয়া আশ্বাস পান দিল নরপতি।
ধাইল অর্জ্জুন যুত পূজিয়া পার্ব্বতী॥
নগর চত্বর গিরি কান্তার গুহায়।
চারিদিক চেয়ে চিন্তে চোর নাহি পায়॥
চোরের চরিত্র চিহ্ন চায়ে চরাচর।
না পাইয়া কোটাল কান্দিছে উচ্চৈঃস্বর॥
কাতর কোটাল রক্ষা সাধু দর্পচূর।
এই হেতু পথে দেখা দিলেন ঠাকুর॥
আদৃত কাতরমূর্ত্তি, ত্রিভুবন-পাল।
দেখি যুগপদে মাথা লোটায় কোটাল॥
কোটালে কাতর দেখি কন কৃপা করি।
কি কারণে কাঁদ সবে হাহাকার করি॥
নিশানাথ বলে আর কি কর জিজ্ঞাসা।
পরাণে বধিবে রাজা পোহাইলে নিশা॥
রাজা চুরি চোর চেয়ে বলে ফিরে ফিরে।
সাধু দুঃখ দিতে দেব দিলা আঁখি ঠেরে॥
চরে চোর নাহি অই নৌকার উপর।
নিশি দেখি সিঁদ দিয়ে নৈল সদাগর॥

আজ্ঞা করি এথানে আপনি অন্তর্দ্ধান।
বেড়িল অর্জ্জুন যুত পাইয়া সন্ধান॥
দৈবে দুঃখ সাধু মিথ্যা হইল দুর্জ্জন।
নৌকায় নিকলে নেক্তে নৃপতির ধন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দুর্জ্জন কোটাল।
হুড়াহুড়ি কিলাকিলি সাধু হৈল কাল॥
ছলে বলে দারুণ বন্ধন দিয়া চোরে
লম্বুতা করিয়া নিল রাজার হুজুরে॥
ফকির সাদরে সবে করিয়া সেলাম।
হাজীর করিয়া চোর পাইল ইলাম॥
অবিচারে নরপতি দিল কারাগার।
ভাল মন্দ কিছু নাহি করিল বিচার॥
হাতে পায়ে নিগড় বন্ধন গলে তোক।
জামাতা বদন হেরি সাধু করে শোক॥
ধন কড়ি যত কিছু রাজা কৈল খাস।
সত্যপীর সন্তাপে সাধুর সর্ব্বনাশ॥
সাধু বন্দী বিদেশে বিষম কারাগারে।
স্বদেশে সন্তাপ ঘটে নিজ পরিবারে॥
পূর্ব্বধন ছিল যত অন্য কড়ি টাকা।
নিজ পুরে নিল সাধু চোরে দিয়ে ডাকা॥
কিছু বলে রাজা নিল কিছুবা অনলে।
ধর্ম্ম পথে ব্যয় বিনে এতথানি ফলে॥

শুনহ সকল বন্ধু হয়ে সাবধান।
বিস্মৃত না হবে কেহ করিয়া মানান ॥
দিনে দিনে ঘোর দুঃখ ঘটে সদাগরে।
অন্ন বিনা নারী কন্যা দাস্য কর্ম্ম করে ॥
বিষাদ বিভোলা রামা ধেয়ায় কপাল।
কোথা গেল কেবা নিল এত ঠাকুরাল ॥
বহুদিন জামাতা সহিত প্রাণ পতি।
বাণিজ্যে গেলেন কিবা ঘটিল দুর্গতি ॥
হেন বুঝি হল কোন দেবতার মন্যে।
সঙ্কটে সম্পদ পতি দেশে দশা দন্যে ॥
পায়ে পায়ে বিপদ বিধাতা যবে লাগে।
সদাগরবনিতা সহরে ভিক্ষা মাগে ॥
দৈবগতি এক দিন সাধুর নন্দিনী।
বিপ্রবাসে দেখে সত্যদেবের শিরিণী ॥
আনন্দিত পুলকিত বন্ধুগণ লয়ে।
সত্যদেবে সেবে সবে হৃষ্টচিত্ত হয়ে ॥
প্রসাদ বাঁটিতে শেষে পেলে সাধুবালা।
কিছু খেলে জননীকারণে কিছু নিলা ॥
বিনয়বচনে বিপ্রে শুধান সকল।
করিলে কাহার পূজা কিবা পুণ্য ফল ॥
দ্বিজ বলে সেবি সদা সত্যনারায়ণ।
ঘোর দুঃখ অনন্তাপি নিস্তার কারণ ॥

বিদেশে বিপত্তি কিম্বা দেশে দুঃখ পায়।
সর্ব্বশান্তি হয় সত্যদেবের কৃপায়॥
শুনি ধনী যায় ধেয়ে কহে জননীরে।
সত্যদেবে শিন্নি মান দুঃখ যাবে দূরে॥
শুনেছি পরম তত্ত্ব দেখিনু নয়নে।
শুনি ধনী আনন্দিত ডাকি বন্ধুগণে॥
যথা শক্তি দান দিয়া করিল প্রণতি।
প্রার্থনা করিল প্রভু দেশে আন পতি॥
জামাতা সম্পদ পতি দেশে উপস্থিতে।
বহুধনে দিব সিন্নি তোমার পিরিতে॥
এই পুণ্যে ঠাকুর সদয় সদাগরে।
নিশিযোগে স্বপ্ন কথা কন নৃপতিরে॥
অবিচারে সদাগরে বান্দ কারাগারে।
ভাল চাও ছেড়ে দাও নূতন তস্করে॥
নহেত ইহার ফল ফলাব ত্বরিত।
এক দণ্ডে লণ্ডভণ্ড সকল সহিত॥
সাধু নহে ডাকাত সে মোর অকৃপায়।
চোর বাদে চিরদিন এত দুঃখ পায়॥
স্বপ্নকথা শুনিয়া নৃপতি ভয় পান।
সভাতে আনিল সাধু করিয়া ছাড়ান॥
সাজাইয়া দিল ডিঙ্গা সদাগর আগে।
বিনয়বচনে রাজা ক্ষমা ভিক্ষা মাগে।

অপযশ অশেষ অভাগ্য মোর ছিল ॥
দৈবগতি দুর্গতি এতেক দুঃখ দিল।
সাধু বলে দুঃখ সুখ সব কর্ম্মফলে।
তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে ॥
নানারত্ন বসন ভূষণ বাক্যমধু।
রাজার সম্মান পেয়ে দেশে চলে সাধু ॥
বিদায় ভূপতি পদ বন্দি সদাগর।
শুভক্ষণ করি উঠে ডিঙ্গার উপর ॥
নৌকা আরোহিয়া সাধু মানান বাদাম।
কাণ্ডারি সকলে দিল বহুত ইনাম ॥
বাজায় দুন্দুভি বাদ্য তরী যায় বেয়ে।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গেয়ে ॥
তবে প্রভু দাঁড়ালেন ফকিরের বেশে।
সাধু বিড়ম্বিতে কিছু কন মৃদু হেসে ॥
কিধন লইয়া যাও নায়ে দিয়ে ভরা।
সাধু বলে কিছু বুঝি মাগিবে ফকিরা ॥
বুদ্ধিনাশ হয় যবে বঞ্চিত বিধাতা।
সাধু বলে নায়ে লয়ে যাই লতা পাতা ॥
কোপযুক্ত হৈল হরি শুনিয়া চাতুরি।
কোপে লোপ হৈল ধন ভেসে উঠে তরী ॥
কান্দিয়া কাতর সাধু মুখে নাই রা।
শোকাকুলি কান্দিয়া কপালে মারে ঘা ॥

হায় হায় দরিয়ায় দারুণ দুঃখ হরি ।
কি পাপে অভাগা মরে ডুবাইয়া তরী ॥
মনে চিন্তি কয় কিছু জামাতা চতুর ।
গরদয়া করয়িাছে ফকির ঠাকুর ॥
তুমি তারে না বুঝে করিলে উপহাস ।
এই দোষে ঠাকুর করিল সর্ব্বনাশ ॥
শুনিয়া লইয়া চিত্তে ফিরাইল তরী ।
ফকির উদ্দেশে কান্দে ফুকরি ফুকরি ॥
জগৎ জীবের রক্ষা পূজার প্রকাশে ।
সেই স্থানে সত্যদেব দেখা দিল দাসে ॥
অবনি লোটায়ে সাধু করে দণ্ডবৎ ।
কাতর হইয়া কহে কি জানে মহৎ ॥
আপনি ঈশ্বর রূপ অকিঞ্চন বেশে ।
ভাবে ভক্তি বুঝিয়া ভ্রময়ে দেশেদেশে ॥
আমি কি জানিব প্রভু তোমার প্রভাব ।
মায়ায় মোহিত নর মূর্খহে মানব ॥
শুনি প্রভু এত স্তুতি কন সদাগরে ।
পাসরিলি সর্ব্ব কথা মনে মনে স্মরে ॥
কাঠুরে সবার মুখে উপদেশ পেয়ে ।
আমারে মানিলি শিন্নী অপত্য লাগিয়ে
তাহাতে জন্মিল কন্যা বিভা দিলি তার ।
জামাতা সহিত ফের করিয়া ব্যাপার ॥

পীরে শিন্নী নাহি দিয়া দুঃখ পেলি যাগে।
উদ্ধারিল তোমার নারীর শিন্নী দানে ॥
এক্ষণে দাঁড়ায়ে পথে জিজ্ঞাসিতে হিত।
ইঙ্গিত করিতে ফল ফলিল ত্বরিত ॥
কহিতে কহিতে বাড়ে বচন তরঙ্গ।
শুনিয়া সাধুর সব সিহরিল অঙ্গ ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে ক্ষম এই বার।
অপরাধ অশেষ অধম অভাগার ॥
পূর্ব্ব অঙ্গীকারেতে পূজিব পদ দ্বন্দ্ব।
অপরঞ্চ দিব সিন্নী কহে সদানন্দ ॥
কৃপাবান হল প্রভু চলে পুণ্যতরী।
তেই তিরোধান সাধু চলে নিজ পুরী ॥
কত দিনে উপনীত আপনার দেশে।
শুভ সমাচার পুরে পাঠান বিশেষে ॥
সাদরে সে ধনী সত্যপীরে সিন্নী দিয়া।
কন্যার সহিত খান প্রসাদ বাঁটিয়া ॥
এমন সময় শুনি আনন্দ রাধাই।
সে ধনী খাইল, কন্যা ফেলে দিল ধাই ॥
প্রসাদ হেলনে হৈল দেবতার কোপ।
জামাতা সহিত ডিঙ্গা ঘাটে হৈল লোপ ॥
কাতরে কান্দিয়া সাধু ধূলায় লোটায়।
ঘনরাম ভণে সত্যদেবের কৃপায় ॥

শুনি আনন্দিত সাধুর জায়া।
অধিক আনন্দ অবশ কায়া॥
জামাতা সহিত প্রাণের পতি।
স্বদেশে আইল পোহাল রাতি॥
কোলের কেবল কোলের বালা।
বিভা করি মাত্র জামাতা গেলা॥
বাণিজ্য বিলম্বে ব্যাকুল প্রাণ।
দিনে কত স্থান উঠিত ভাণ॥
সে সব সন্তাপ ঘুচিল দূরে।
পতি জামাতারে পাইয়া ঘরে॥
এসুখে বঞ্চিত কতেক কাল।
সাজে সিমন্তিনী সুবর্ণ থাল॥
ডিঙ্গা বরিবারে চলিল রামা।
সুবেশ সুন্দরী সফলি কামা॥
দেখি নদী তীরে দেবের রঙ্গ।
ধূলায় ধূসর স্বামীর অঙ্গ॥
বিস্ময় জামাতা না দেখি ঘাটে।
হেরি হেরি হাত হানে ললাটে॥
স্বামীকে কহে করি প্রণিপাত।
কি হেতু এদশা কহিবে নাথ॥
কান্দিয়া কহিছে তরণী তলে।
ডুবিল জামাতা কর্ম্মেরি ফলে॥

শোকে শোকাকুলি কন্যার সঙ্গ।
অস্থিরা অভাগী আছাড়ি অঙ্গ॥
ভণে ঘনরাম দৈবের ঘটে।
সঙ্কট সন্তাপ সংশয় ঘটে॥

সাধু জামাতা রাখিয়া এলে কোথ।
লয়ে গেলে যুবরাজ, সাধিতে আপন কাজ
অনাথিনী করিলে দুহিতা॥
ধূলায় লোটায় কেশ, দূরে গেল লাস বেশ
কান্দে রামা জামাতার শোকে।
আনন্দ বারতা পেয়ে, এখনি এসেছি ধেয়ে
কি কথা কহিব যেয়ে লোকে॥
কি দোষে ডুবিলে তুমি, স্বপ্নে নাহি জানি আমি
উঠ বাছা দেখি চাঁদমুখ।
কেমনে ডুবিলে দহে, শুনি প্রাণ নাহি রহে
বিষাদে বিদরে মোর বুক॥
কেননা মরিল কন্যা, পতি দুঃখে অতি দৈন্যা
স্বামী মুখ সম্পদ বিহীন।
এনব যৌবন ধনে, প্রিয় প্রাণ পতি বিনে
কেমনে বঞ্চিবে রাত্রি দিন॥

বিধবা করিয়া কোলে, কত কাল শোকানলে
অভাগী পুত্রীর অলক্ষণ।
কি দোষে বঞ্চিত বিধি, ভাবি তাই নিরবধি
কেন মোর না কৈল মরণ॥
ধরি জননীর গলা, কান্দে কন্যা শশীকলা
এ ছিল কপালে মোর লেখা।
ছিরা কাটে এই শেলে, সফরে সাজিয়া গেলে
পুনরপি না পেলাম দেখা॥
জননী জনক জন, অপর বান্ধব গণ
পতি বিনে সকলি বিফল।
কোথা গেলে প্রাণপতি, তোমা বিনা নাহি গতি
কান্দে রামা হইয়া বিহ্বল॥
অগ্নিকুণ্ডে দিয়া ঝাঁপ, ত্যজিব পরাণ পাপ
দুহিতা দুঃখিনী বান্ধি গলে।
তিন জনে দিল সায়, পরাণ ত্যজিতে যায়
জ্বালি কুণ্ড জ্বলন্ত অনলে॥
করিয়া অনল চিতা, নর নারী হয় হত্যা
দৈব সত্যদেব নারায়ণ।
করিয়া আকাশ ধ্বনি, মিছে মরে তিন প্রাণী
শুন সুখ দুঃখের কারণ॥
আনন্দ বারতা পেয়ে, কন্যা তোর এল ধেয়ে
ফেলাইয়া প্রসাদ সিরিণী।

অমঙ্গল ফলাফল, তরণী হইল তল
এই হেতু হল অনাথিনী ॥
কুড়াইয়া সিন্নিপাতে, খেলে পাবে প্রাণনাথে
ধন জন ডিঙ্গার সহিতে।
শুনি ধনী আনন্দিতা, অধিক ভকতি যুতা
শিরে বন্দি খাইল ত্বরিতে ॥
তরণী উঠিল ভাসি, জামাতার মুখশশী
হেরি সদাগর কৈল কোলে।
যেন অন্ধ চক্ষুদানে, দরিদ্র সুবর্ণ মানে
আনন্দ সাগর যেন গুলে ॥
সে ধনী বরিছে ডিঙ্গা, বাজে যোড়া কাড়া শীঙ্গা
দান দিয়া তোষে দ্বিজগণে।
সবে বল হরি হরি, সাধু এল নিজ পুরী
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে ॥

নিজ পুরে আসি সাধু পরম হরিষে।
পাত্র মিত্র সঙ্গে সাধু বাক দিয়ে বৈসে ॥
সফরের সমাচার শুনি সর্ব্বজন।
চোর বাদে চির দিন ছিলাম বন্ধন ॥
তায় রক্ষা পেলাম সবার পুণ্য জন্য।
পশ্চাৎ দরিয়ায় দুঃখ দেবতার মন্য ॥

ক্ষমা করি যত দেশে উদ্ধারে দেবতা।
দশা দোষে দেশে দৈব দেখিলে বিস্তুতা ॥
তারিলা সঙ্কটে দেব সত্যনারায়ণ।
আজি সিন্নী দিয়া তাঁর পূজিব চরণ ॥
গণিয়া গগন স্থত ভুজ চন্দ্র দিয়া। *
সওয়া পরিমাণ দ্রব্য আনিল কিনিয়া ॥
আনন্দে সাত্ত্বিক সাধু দিল সিন্নী দান।
অতঃপর সাধু জায়া সুধিল মানান ॥
দিনে দিনে বাড়ে সুখ দুঃখ গেল নাশ।
এই সত্যদেব প্রভু ভুবনে প্রকাশ ॥
হেন দেবে সেবে যদি হয়ে ভুক্তিযুক্ত।
পাপ তাপ রোগ ঋণ রিপু ভয় মুক্ত ॥
বনে রণে রাজধানে সঙ্কটে সন্তাপে।
প্রমাদে না পায় পীড়া প্রভুর প্রতাপে ॥
মনের বাঞ্ছিত ফল করতল তার।
সত্যনারায়ণ প্রতি শুদ্ধমতি যার ॥
লিখিয়া যে রাখে ঘরে এই ইতিহাস।
সদা সুখে সম্পদ সম্মান শত্রুনাশ ॥
বিশ্বাসে অবশ্য এই ফলের উদয়।
অনাদরে অশেষ উদ্বেগ শত্রুভয় ॥

---

* গগন শূন্য ; স্থত পাঁচ ; ভুজ দুই ; চন্দ্র এক ; অঙ্কস্য বামাগতি সুতরাং ১২৫০ অর্থাৎ সওয়া হাজার।

ঋণ ভয় মুক্তি কর কর কণ্ঠা দায়ে।
দ্বিজ ভক্ত মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ে ॥
প্রভু পাদপদ্মে এই প্রার্থনা প্রণতি।
নিতি নিতি উন্নতি প্রবুদ্ধি ধর্ম্মে মতি ॥
প্রজা প্রতিপালনে সদয় মতি হয়ে।
সদাই সরল চক্ষু কভু বক্র নয়ে ॥
হয় সদা সুমঙ্গল কুশল কল্যাণ।
পাত্র মিত্র রাজধানী সবার সম্মান ॥
মকজুম কর্ম্মচারী গ্রামণ্য সকলে।
সত্যনারায়ণ সবে রাখুন কুশলে ॥
পরে রাম পূর্ব্বে রাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে আনন্দ ॥
শ্রীরাম পদারবিন্দ দেহ মোর মতি।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম করিয়া প্রণতি ॥
সম্প্রতি হইল সঙ্গে এই ইতিহাস।
আসরে সবার প্রভু পূর অভিলাষ ॥
লইয়া প্রসাদ সিন্নী মস্তক উপরে।
হরি হরি বলিয়া সবাই যাহ ঘরে ॥

সমাপ্ত।